378

ভোরের কাগজ

তারিখ JAN. 7. 1999
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

একটি মহৎ উপহারের প্রত্যাশায়

মহতীপ্রাণ মিসেস জোসেফাইন উইলস দেশের ছোট্ট শিশুদের ভিতর দেখতে পেয়েছিলেন সুদৃশ্য ও সুঘ্রাণযুক্ত ফুলের সুপ্ত কুঁড়ি। হয়তো আমরাও দেখি, তবে উপলব্ধি করতে পারি না! তিনি করেছিলেন। উদ্যম ও অন্যের জন্য নিস্বার্থ ভালোবাসা তাকে জাগ্রত করেছিল। তিনি চাইলেন, শিশুরা যেন অনির্বান শিখা হয়ে দেশদশের বুকে আলো জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করতে পারে; তারা যেন দেশপ্রমিক হয়ে বাংলাদেশকে বিশ্বসমাজে সম্ভ্রান্ত করে তোলে। এ প্রত্যাশাতেই তার এই একমাত্র জমিখণ্ডটি নিজের স্বার্থের কাছে তুচ্ছ মনে হয়েছিল, শিশুদের বৃহৎ প্রয়োজনের তুলনায়।

১৯৫৬ সালে তিনি তার এই জমিখণ্ডে 'উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল' প্রতিষ্ঠা করলেন। সেদিন থেকে নদীর নিরবচ্ছিন্ন বহতার রূপ নিয়ে অগণিত শিশুদের এই 'যাওয়া-আসা' এক অকল্পনীয় প্রকাণ্ড আকারের একখানি 'উইলস পরিবার' সৃষ্টি করেছে আজ। বুকভরা আশা ও প্রত্যয় নিয়ে প্রায় চার হাজার ছেলেমেয়ে বহুসাফল্যের দ্বার ছুঁয়েছে এযাবৎ। বহুসমস্যার মধ্যেও তাদের জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানচর্চার নিরন্তর চেষ্টা চলমান রয়েছে দ্বিগুণ শক্তিতে।

প্রতিদিন সকালে ৭.৩০ মিঃ যখন স্কুল শুরু হয় তার ১৫/২০ মিনিট আগে এবং যখন ১১.৩০ মিঃ'র পরপরই প্রভাত শাখার ছুটি ও দিবা শাখার ক্লাস আরম্ভ হয়, তার প্রাক্কালে স্কুলের ৮০ শতাংশ শিশু ও ছেলেমেয়েকে তখন দক্ষিণ দিকার গেট বরাবর সড়ক অতিক্রম করতে হয়। বিকাল ৪.৩০ মিঃ থেকে আবার তারা একই পথ অতিক্রম করে ঘরে ফিরে যায়। কিন্তু জেব্রা ক্রসিঙে পারাপার তখন প্রায়ই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তদুপরি ট্রাফিক জ্যাম প্রতিনিয়ত লেগেই আছে। একপর্যায়ে শিক্ষার্থী পথাযাত্রীদের কাছে পারাপার কাজটি দুঃসহ যন্ত্রণা হয়ে দাড়ায়। ট্রাফিকদের (কেবল ঐ সময়টাতে মাত্র দুইজন) পক্ষে পরিস্থিতি সামলানো একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ফলে, প্রায়শই পথচারী এবং স্কুল সংশ্লিষ্ট সকলকেই দুর্ঘটনার আতঙ্কে কাটাতে হয়। আমাদের কেবলই ভয়, এই বুঝি কোনো আর্তনাদ ও আহাযারি শুনতে হয়। তাই স্কুলের দক্ষিণ পাশের গেট এবং রাস্তার অপরপাশ বরাবর যেকোনো সুবিধাজনক স্থানে একটি ওভারব্রিজ অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে।

স্কুলের সম্মানিত ব্যবস্থাপনা কমিটির মান্যবর সভাপতি ডা. এইচ বি এম ইকবালের মতো একজন কৃতি সমাজসেবীর নিবেদিত পরিচালনাতে আমরা শিক্ষকবৃন্দ ও অভিভাবকগণ ভাগ্যবান ও ধন্য। তার কাছে আমাদের সকলের একটি প্রত্যাশা। তিনি যদি ব্যক্তিগত উদ্যোগে ওভারব্রিজটি স্কুলকে উপহার দিতেন, তাহলে আজো অনাগতকালের অগনিত শিশুরা উপকৃত হবে। শিশুদের হৃদয়ে আপনার এই নিস্বার্থ ভালোবাসাটির কথা চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

রিচার্ড তাপস অধিকারী (শিক্ষক ও অভিভাবক)
উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল,
কাকরাইল, ঢাকা।